দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১২ FEB 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য

শিক্ষক সংকটের কারণে শতবর্ষের ঐতিহ্য ম্লান হইতে বসিয়াছে চন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এখনও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা আড়াই শতাধিক। গুরুদাসপুর উপজেলা সদর হইতে ১৬ কিলোমিটার পশ্চিমে ছোট এক নদীর পাড়ে ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশে অবস্থিত এই বিদ্যালয়। স্কুলভবন ও মাঠের চারপাশে জড়াজড়ি করিয়া দণ্ডায়মান কাঁঠাল গাছের সারি। একশত চৌদ্দ বৎসর আগে চন্দ্রপুর গ্রামের বিদ্যোৎসাহী মানুষ এক বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন এই বিদ্যালয়। শতবর্ষ আগে বাংলার এক নিস্তরঙ্গ পল্লীতে গ্রামের মানুষ স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, ইহা যে কতো বড় গৌরবের কথা তাহা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার দরকার পড়ে না। সেই সময়ে গ্রামের একটি স্কুলে ছাত্র পাওয়া মোটেও সহজ ছিল না। শিক্ষকদেরও মাসোহারা পাইতে কসরত করিতে হইত নানা রকম।

এইকালে প্রাইমারি স্কুলের ভবন এবং অন্য যাবতীয় ব্যয় বহন করা হয় সরকারি কোষাগার হইতে। মাসে মাসে সরকারি স্কেলে শিক্ষকগণ বেতন পান অনায়াসে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করিবার জন্যও সরকারের রহিয়াছে বিবিধ প্রণোদনা। বৎসরের প্রথম দিনেই স্কুলে স্কুলে পৌঁছাইয়া যায় বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক। স্কুলসমূহ দেখভাল করিবার জন্যও রহিয়াছে পরিকাঠামো। দায়িত্বপ্রাপ্ত, পদ-পদবীধারী শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তারও অভাব নাই। প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় হইয়াছে। পরিতাপের বিষয়, এরপরও চন্দ্রপুরের শতবর্ষী প্রাইমারি স্কুলটি চরম অবহেলার শিকার। আটজনের স্থলে মাত্র দুইজন শিক্ষক কোনোমতে স্কুলের কার্যক্রম চালাইয়া নিতেছেন। এই বিষয়ে গত বুধবার নাতিদীর্ঘ রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে দৈনিক ইত্তেফাকে।

প্রকাশিত খবরে বলা হয়, কাগজে-কলমে শিক্ষক আছেন ঠিকই। কিন্তু তাহাদের বেশিরভাগই ছুটিতে। কেহ আছেন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে, কেহ গিয়াছেন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে। আর একজন শিক্ষক অসুস্থ। এই নিয়া স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষেরও যেন কোনো মাথাব্যথা নাই। টিচার প্রশিক্ষণে কিংবা ছুটিতে গিয়াছেন, বেশ তো! বিকল্প শিক্ষক যে ওই স্কুলে দিতে হইবে, সেই চিন্তা মনে হয় কর্তৃপক্ষের মাথায়ই আসে নাই। সেই জন্যই স্থানীয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাংবাদিকের কাছে অবলীলায় বলিতে পারেন, ওই স্কুলে কোনো শিক্ষক সঙ্কট নাই। আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার ইহা প্রকৃষ্ট একটি প্রান্তিক উদাহরণ।

এইদিকে গত বৃহস্পতিবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়, বগুড়ার চরে একটি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকের অভাবে ক্লাস নিতেছেন নৈশপ্রহরী এবং অষ্টমশ্রেণি পাস একজন প্যারা শিক্ষিকা। প্যারা শিক্ষিকাটির বয়স হইয়াছে সবে ষোল বৎসর, বালিকা বৈ তো নহে। প্যারা শিক্ষক যে শিক্ষক নহে, তাহা এই বিবরণ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সারিয়াকান্দির যমুনার চরে এমনিতেই স্কুলের সংখ্যা কম। যা-ও দুয়েকটি প্রাইমারি ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হইয়াছে, সেইগুলির এই তো হালফিল অবস্থা। সরকার শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া চলিয়াছেন। তাহার সুফলও আমরা পাইতেছি। শিক্ষার হার বাড়িয়াছে, যদিও মান লইয়া প্রশ্ন আছে। শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়িবার হারও হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ সাফল্য-সমগ্রের পাশে এই ধরনের কিছু ব্যতিক্রম খুবই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকার অবহেলিত স্কুল সমূহের দিকে মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।